112

দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ JAN 5 1999
পৃষ্ঠা ৪২ কলাম ২

উচ্চ মাধ্যমিক শ্রেণীর 'প্রাকৃতিক ভূগোল বইয়ের ভুল তথ্য' প্রসঙ্গে লেখকের কথা

'প্রাকৃতিক ভূগোল বইয়ের ভুল তথ্য' শিরোনামে গত ১৪ নবেম্বর ১৯৯৮-এ প্রকাশিত দৈনিক জনকণ্ঠের চিঠিপত্র কলামে জনৈক হাবিবুর রহমানের লেখাটি আমার দৃষ্টিগোচর হয়েছে। উক্ত বইয়ের একজন লেখক হিসাবে আমি এ ধরনের চিঠির জবাব দেয়া জরুরী মনে করছি, যাতে এ বিষয়ে কোন বিভ্রান্তির অবকাশ না থাকে।

উক্ত বই সম্পর্কে হাবিবুর রহমান মূলত তিনটি অভিযোগ করেছেন। আমি এসব অভিযোগ উল্লেখপূর্বক জবাব দেয়ার চেষ্টা করব।

ক) ভুল তথ্যসহ বইটি পাঠ্যসূচী বহির্ভূত অংশে-ভরপুর, পাঠ্যসূচী ও লিখন ফলে যা আছে তার বহু কিছু নেই। উদাহরণ হিসাবে ভূ-অভ্যন্তরে তাপমাত্রার হিসাবে গরমিল উল্লেখ করেছেন। এছাড়া প্লেট সঞ্চালন, ওয়েগনারের মতবাদ ও স্তূপ অপসারণ/স্তূপ ক্ষয়ের উদাহরণ দিয়েছেন।

ভূ-অভ্যন্তরে তাপমাত্রার হিসাবের গরমিলটি মুদ্রণজনিত ত্রুটি যা যথাক্রমে ১১০০°, ১২০০° ও ১৯০০° সেলসিয়াস হবে। প্রাকৃতিক ভূগোল সম্পর্কে যাদের প্রাথমিক ধারণা আছে তারাও জানেন যে, প্লেট সঞ্চালন মতবাদটি ভূ-আন্দোলন প্রক্রিয়ার অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অংশ। পাঠ্যসূচীতে ভূ-আন্দোলন বিষয়টি আছে। একইভাবে বলা যায়, স্তূপ অপসারণ বা ক্ষয় নগ্নীভবনের একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ। পাঠ্যসূচীতে বিচূর্ণীভবন ও নগ্নীভবন আছে। অতএব, স্তূপ অপসারণ বা ক্ষয় পাঠ্যসূচী বহির্ভূত-এ বক্তব্য সঠিক নয়।

বায়ুমণ্ডল অধ্যায়ে বায়ুর তাপ, চাপ ও প্রবাহ সম্পর্কেও হাবিব সাহেবের অভিমত— এগুলো পাঠ্যসূচী বহির্ভূত। পাঠ্যসূচীতে জলবায়ুর উপাদান ও নিয়ামক সম্পর্কে লিখতে বলা হয়েছে। বায়ুর তাপ, চাপ ও প্রবাহ সবই নিয়ামকের অন্তর্ভুক্ত। অতএব এগুলোর সবই পাঠ্যসূচীভুক্ত এতে কোন দ্বিধার অবকাশ নেই। বোর্ড কর্তৃক সরবরাহকৃত পাঠ্যসূচীর আলোকেই এ বই লেখা হয়েছে।

খ) হাবিব সাহেবের দ্বিতীয় অভিযোগ, 'প্রতিটি অনুশীলনীর রচনামূলক প্রশ্ন এবং সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর সঠিক হয়নি। প্রয়োজনীয় উত্তর বইটিতে দেয়া হয়নি।

এ ক্ষেত্রে লেখকের জবাব হলো, এটি একটি টেক্সট বই, নোট বা গাইড বই নয়। প্রতিটি প্রশ্নের জবাব বইয়ে আছে, পাঠককে তার উত্তর তৈরি করে নিতে হবে। আর, এতেই বিষয়টি সম্পর্কে পাঠকের ধারণা স্পষ্ট হবে। প্রশ্নকর্তা প্রশ্নের গুরুত্ব অনুযায়ী মার্কসের মান বণ্টন নির্ধারণ করেছেন। প্রয়োজনে একাধিক প্রশ্ন মিলিয়ে একটি যৌগিক প্রশ্ন করতে পারেন, যাতে মার্কসের মান ঠিক থাকে। তাই রচনামূলক বা সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ও ছাত্রছাত্রীদের মার্কস কম পাওয়ার সম্ভাবনা নিয়ে হাবিব সাহেবের যে দুঃশ্চিন্তা তা নিতান্তই অমূলক।

গ) 'সম্ভবত স্বজনপ্রীতির জন্য উন্মুক্ত প্রতিযোগিতার মাধ্যমে এই লেখার প্রচলন থাকলেও কেবল এই বইটির ক্ষেত্রে তা করা হয়নি'। হাবিব সাহেবের এ অভিযোগটিও অসত্য। কারণ, বোর্ড কর্তৃক অন্যান্য বই যেভাবে নির্বাচিত হয়েছে এই বইটিও একই প্রক্রিয়ায় গৃহীত হয়েছে। অতএব এ প্রসঙ্গে তাঁর অভিযোগ ভিত্তিহীন ও উদ্দেশ্যপ্রণোদিত।

নবম ও দশম শ্রেণীর ভূগোল বইটিও একই কারণে বিভিন্ন ভুল তথ্য ও অসঙ্গতিপূর্ণ বাক্যে ভরপুর বলে হাবিব সাহেব উল্লেখ করেছেন, কিন্তু কোন উদাহরণ দেননি। এই বইটি ২ বছরেরও বেশি সময় যাবত বাজারে চালু আছে, এ ধরনের অভিযোগ আজও লেখকদের নজরে পড়েনি। এই বইয়ের ভুল তথ্যাবলী ও অসঙ্গতিপূর্ণ বাক্যসমূহ সম্পর্কে অবহিত হবার সুযোগ দিলে আমার বিশ্বাস লেখকগণ যেমন বিশেষভাবে উপকৃত হবেন, তেমনি শিক্ষার্থীরাও লাভবান হবেন। আশা করি

হাবিব সাহেব ভবিষ্যতে এ বিষয়ে আরও খোলা মনে সহযোগিতা করবেন।

ডঃ মোঃ শামসুল আলম
অধ্যাপক, ভূগোল ও পরিবেশ বিভাগ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়।